ESTD - 2003

Mob. : 9831188739
(:033-65198316

LIFE FRONT OF HUMAN RIGHTS

A Society is pursuit of freedom & joy of life

Regd. No. - S/1L/59288/09

Regd. & Head Office :

ANDUL PURBAPARA, ANDUL-MOURI, P.S.-SANKRAIL

HOWRAH - 711 302 (W.B.)

Email-lifefront@indiatimes.com.

www.lfohr.webs.com

Ref. No. O/GS/62/12

Date 4.7.2012

To
The chairperson
National Human Rights Commission
Forid Court House
Copernicas Marrg
New Delhi – 110001

বিষয় :- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ও G.R.P অফিসাররা মানবাধিকার রক্ষা আইন কিছুটা মানলেও **R.P.F পুলিশ** ও **চেকার** অর্থাৎ **রেলের টিকিট পরীক্ষকরা** কোনভাবেই মানবাধিকার রক্ষা আইন মানছেন না উক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন কারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন ও মানবাধিকারের নির্দেশনামা টাঙানোর আবেদন পত্র।

মহাশয়,

প্রথমে জানাই আপনার প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আমাদের সংগঠনের তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে বিগত Ref No-O/10/11 Dated-26/5/11তারিখে একটি আবেদন পত্র পাঠাই বিষয় ছিল ‘‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের’’ **Directives of N.H.R.C Regarding Arrest** এর কিছু নির্দেশনামা রাজ্যের প্রতিটি থানায় টাঙানোর এবং আমাদের মত সক্রিয় মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীরা থানায় গেলে বিভিন্নভাবে বাধা প্রাপ্ত হন এবং অপমানিত হন রাজ্য পুলিশ বিশেষত কলকাতা পুলিশের কাছে। অনুমানিক 4/8/11 তারিখে রবিবার আমরা মিডিয়ার তরফ হইতে জানতে পারি যে, এ,কে অ্যান্টনী (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) জানিয়ে ছিলেন ‘‘মানবাধিকার রক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নশীল নিতে হইবে সেনাবাহিনী কে, মানবাধিকার লঙ্ঘন কারীর বিরুদ্ধে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হইবে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি যেন বিভিন্ন বিষয়ে নজর রাখে, কোনভাবেই নিরাপত্তার দোহাই নিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাইবে না’’ ইত্যাদি। এই সংবাদ জানার পর এবং মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া পত্রের উত্তর না পাওয়ায় রাজ্যের রাজ্যপাল-কে একটি আবেদন পত্র পাঠাই যার Ref No-O/15/11 Dated-18/8/11.পরবর্ত্তী রাজভবন হইতে ডি.কে. গৌতম মহাশয় Addl.Chief Secretary.Home Depertment.-কে জানান যার Memo No-3861/1-S Dated- 12/10/11. তার পরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে Ref No-O/22/11 Dated - 21/9/11 তারিখে পুনরায় আর একটি আবেদন পত্র পাঠাই কিন্তু তাহার দপ্তর উক্ত বিষয় নিয়ে কি ভাবনা চিন্তা করছেন তাহা আমাদের কিছুই জানান না। অন্য ভাবে আমরা রাজ্যের কিছু পুলিশ সুপার ও G.R.P অফিস থেকে জানতে পারি যে, রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ সুপারের দপ্তরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো Ref No-O/22/11 এর পত্র সহ একটি নোটিশ যায় DG & IG-র দপ্তর হইতে তাতে লেখা থাকে যে, ‘‘সমস্ত থানায় মানবাধিকার বোর্ড টাঙানোর জন্য’’ নির্দেশ ইত্যাদি।

ক্রমশঃ

ESTD - 2003

Mob. : 9831188739
(:033-65198316

LIFE FRONT OF HUMAN RIGHTS

A Society is pursuit of freedom & joy of life
Regd. No. - S/1L/59288/09
Regd. & Head Office :
ANDUL PURBAPARA, ANDUL-MOURI, P.S.-SANKRAIL
HOWRAH - 711 302 (W.B.)
Email-lifefront@indiatimes.com.
www.lfohr.webs.com

Ref. No..... *Date.....20*

আমরা সংগঠনের তরফে রাজ্যের ১৯টি জেলার পুলিশ সুপার সহ G.R.P-র R.O অফিসারের সহিত যোগাযোগ করি এবং ''জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের'' নির্দেশিকার মধ্যে বিশেষত ১৬টি আর্টিকেল -এর একটি CD করে পাঠাই এবং ওনাদের বলা হয় যে, প্রতি থানায় টাঙানোর জন্য। প্রতি জেলার পুলিশ সুপার-রা ও G.R.P, R.O অফিসাররা আমাদের সহিত মিলিত হয়ে যথেষ্ট সহযোগীতা করছেন ইহাতে আমরা মানবাধিকার কর্মীরা যথেষ্ট আনন্দিত কিন্তু **R.P.F** অফিসাররা আমাদের এই বোর্ড টাঙান নি এবং ওনারা দীর্ঘদিন ধরিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন করেই চলেছে তা G.R.P অফিসারদের সহিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে জানতে পারি ও আমাদের কাছেও এই সংবাদ আগেও ছিল এখন আরো স্পষ্ট হইল। **R.P.F** অফিসাররা বেআইনি ভাবে গ্রেপ্তারিত ব্যক্তিকে আটকে রাখে। রাজ্য পুলিশের যেমন গ্রেপ্তারিত ব্যক্তির ব্যাপারে আইন আছে **R.P.F** অফিসারদের আটক রাখার কোন নিয়ম নেই। কাউকে গ্রেপ্তার করার পর গ্রেপ্তারিত ব্যক্তিকে G.R.P অফিসে পাঠানো ও G.R.P অফিসাররা সেই ব্যক্তিকে আটক করে কোর্টে নিয়ে যাবেন এটাই আইন। কিন্তু **R.P.F** অফিসাররা তা না মেনে বেআইনি ভাবে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তারিত ব্যক্তিকে আটক করে কোর্টে পাঠায় এমন কি ২৪ ঘন্টার পর অব্দি আটক করে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করেন। কোন **R.P.F** অফিসার G.R.P বা রাজ্য পুলিশ-কে মানেন না। ট্রেনে বিভিন্নভাবে যাত্রীরা **R.P.F** পুলিশের কাছে হেনস্থা হন বিশেষত মহিলা যাত্রীদের বিভিন্নভাবে অশ্লীন আচরন করেন এবং চেকার অর্থাৎ টিকিট পরীক্ষকরা বেআইনি ভাবে যাত্রীদের হেনস্থা করেন, বেআইনি ভাবে রেলের কোন ঘরে দরজা বন্ধ করে আটক করে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা। রেল যাত্রীরা অনেক সময় **R.P.F ও রেল পরীক্ষক** -দের অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে চলন্ত ট্রন হইতে ঝাঁপ দেয় তাহা আপনার অজানা নয়। এইভাবে **R.P.F পুলিশ ও টিকিট পরীক্ষক**-রা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেই যাচ্ছেন এই বিষয়ে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমানে কোন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রতিবাদ করেন না বা উক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন কারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করেন নাই।

অতএব, মহাশয় আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, **R.P.F** পুলিশ অফিসে শীঘ্রই মানবাধিকার সংক্রান্ত বোর্ড টাঙানোর নির্দেশ দেওয়া হউক, প্রয়োজনে ওনারা আমাদের সহিত যোগাযোগ করুক সমস্ত রাজ্য পুলিশের মত। এবং **R.P.F** ও **টিকিট পরীক্ষকরা** যেন কোন ভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে তার জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহন করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন কারীর বিরুদ্ধে আইনত বিশেষ ব্যবস্থা নিলে আমাদের সংগঠনের পক্ষ হইতে আমি আপনার কাছে বাধিত থাকিব।

LIFE FRONT OF HUMAN RIGHTS
General Secretary
ANDUL, HOWRAH

সৌমেন দাস
জেনারেল সেক্রেটারী